গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
www.mole.gov.bd

বিষয়: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি:	কে, এম, আব্দুস সালাম সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
সভার তারিখ:	১২ জানুয়ারি ২০২০
সময়:	সকাল ১০.০০ ঘটিকায়

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি নৈতিকতা কমিটির উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন । সভাপতি বলেন ২০১২ সালে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসাবে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রনীত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন জরুরী। এ কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাকল্পে গঠিত নৈতিকতা কমিটির সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

২। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত) শাকিলা জেরিন আহমেদ আলোচ্যসূচি অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ০৫-০১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ফিডব্যাক প্রশিক্ষণ, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও সিটিজেন চার্টার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন ফিডব্যাক প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংখ্যাগত বা পদ্ধতিগত দিকের পরিবর্তে এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধির আলোকে মন্ত্রণালয়/ দপ্তর সংস্থার নিজস্ব কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে অনুরোধ করা হয়। এছাড়াও দপ্তর/সংস্থার কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা, ফিডব্যাক সভা, গনশুনানি ইত্যাদি কার্যক্রমকে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকতে পারেন। দাপ্তরিক কার্যক্রমে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্ভাব্য দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় নির্ধারণ বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন: কলকারখানায় কমপ্লায়েন্স/মান নিশ্চিতকরণ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি বিষয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ফিডব্যাক সভায় সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন, শাখা- অধিশাখা ও আওতাধীন কার্যালয় পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিষয়ক প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় কর্ম-পরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জিত হয়েছে। বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন এ প্রতিবেদন কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন সাপেক্ষে নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ১৫/০১/২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সভাপতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টারের প্রায় সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় সিটিজেন চার্টার পরিবীক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয় এবং সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি বলেন, সংস্থাসমূহের যেসব ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তা ৩য় কোয়ার্টারে অর্জনের পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সঙ্গে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নসহ ওয়েবসাইটের সেবাবক্সসমূহ হালনাগাদকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৪। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র:/ নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(ক)	এ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১-এর ২য় কোয়ার্টারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের খসড়া অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত প্রতিবেদন আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	সমন্বয় শাখা এবং আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
(খ)	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্ম-পরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন স্ব স্ব দপ্তরের নৈতিকতা কমিটির সভার অনুমোদনক্রমে আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
(গ)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত ফিডব্যাক প্রশিক্ষণের আলোকে শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক কার্যক্রম (কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রম নং-৯) হিসেবে 'দুর্নীতি প্রতিরোধে অংশীজনদের নিয়ে সভা/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন'-এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	সমন্বয় অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
(ঘ)	শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংখ্যাগত বা পদ্ধতিগত বিষয়ের পরিবর্তে এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। পরবর্তী ২০২১-২০২২ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় (যথা: কারখানাসমূহের কমপ্লায়েন্স/মান নিশ্চিতকরণ, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ইত্যাদি) করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক কার্যক্রম অধিক হারে গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
(ঙ)	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার গণশুনানি কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ/অংশীজন সভা/ফিডব্যাক সভা কার্যকরকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত/নিশ্চিত করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
(চ)	মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুপারিশ বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।	উন্নয়ন অনুবিভাগ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ।

(ছ)	মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে স্ব স্ব সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে। এ বিষয়ে যথাশীঘ্র সভা আহবান করতে হবে। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সিটিজেন চার্টার পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করে মন্ত্রণালয়কে তা অবহিত করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার পরিবীক্ষণ কমিটি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সকল অধিদপ্তর /দপ্তর/সংস্থা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ।
(জ)	মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ওয়েবসাইটের সেবাবক্সসমূহ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।	মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
(ঝ)	সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শনের সংখ্যা ২৮-এর স্থলে ৪০টিতে উন্নীত করতে হবে ।	সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(ঞ)	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার গণশুনানির ধার্য তারিখের কমপক্ষে ০৩ (তিন) দিন পূর্বে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

সভাপতি বলেন মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৫। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৪/০১/২০২১

কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়